

## Bangladesh (<http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61705.htm>)

The government's human rights record remained poor, and the government continued to commit numerous serious abuses. The following human rights problems were reported:

- extrajudicial killings • arbitrary arrest • politically motivated violence and killings • impunity for security forces • physical and psychological torture • lengthy pretrial detention • restrictions on privacy • violence against and restrictions on journalists • infringement on religious freedom • extensive government corruption • violence against women and children • trafficking in women and children • limitation on workers rights.

Below is a Bangla version of the Bangladesh section of the report published in Daily Sangbad, Dhaka - [http://www.thedailysangbad.com/index.php?news\\_id=4642&nature=1&cat\\_id=6&date=2006-03-10](http://www.thedailysangbad.com/index.php?news_id=4642&nature=1&cat_id=6&date=2006-03-10)

### বাংলাদেশ সরকার গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ২০০৫ সালের মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে গত বুধবার। এবারের প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিশ্বের ১৯৬টি দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির যে বিশদ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা কিছুটা সংক্ষিপ্তাকারে এখানে প্রকাশ করা হলো।

বাংলাদেশ সরকারের মানবাধিকার রেকর্ড খারাপ এবং তারাগুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে। এ ধরনের ঘটনা অসংখ্য। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্বিচারে গ্রেফতার, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ড, নিরাপত্তা বাহিনীকে শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, বিচারের আগে দীর্ঘ সময় ধরে আটক রাখা, গোপনীয়তার ওপর বিধিগোপন, সংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বিধিনিষেধ, ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্বকরা, রাপক সরকারি দুর্নীতি, নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা, নারী ও শিশু পাচার, শ্রমিকদের অধিকারের ওপর নিষেধ প্রভৃতি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

ক. স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে বা বেআইনিভাবে জীবন হরণ থেকে অব্যাহতি :

নিরাপত্তা বাহিনী অসংখ্য বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। পুলিশ, কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ রাইফলস (বিডিআর), রাপিড একশন বাটালিয়ন (র‍্যাব) আইনবহির্ভূতভাবে শক্তি ব্যবহার করেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে নিহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় সব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার কোন তদন্ত হয়নি এবং এসব ঘটনায় কারও শাস্তি হয়নি। শাস্তি না পাওয়ার এইরকম মানবাধিকার লঙ্ঘন ও হত্যাকাণ্ড অবসানের পথে একটি গুরুতর বাধা সৃষ্টি করেছে। কয়েকটি ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও এবং যাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে প্রধানত প্রাসঙ্গিক শক্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ, রাবসহ বিভিন্ন আইন রক্ষাকারী বাহিনী আলোচ্য বছরে ৩৯৬ জনকে হত্যা করে। সামরিক বাহিনীসহ বিভিন্ন আইন রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে অসংখ্য সামরিক বাহিনী রাব গঠিত হয়। এসব মৃত্যুর সবক'টিই ঘটেছে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে, যখন তারা হয় এসব বাহিনীর হেফাজতে ছিল বা যখনকোন পুলিশ অস্ত্র চালাচ্ছিল যাহোক, সরকার কিছুচিহ্নিত অপরাধীর ক্ষুদ্র বর্ণনা করেছে রাব বা পুলিশ এবং অপরাধী দলগুলোর মধ্যে ক্রসফায়ারের ঘটনাসিবে। ৩৯৬টি ঘটনার

মধ্যে ৩৪০ জন মারা গেছে ক্রসফায়ারে। এদের মধ্যে ১০৭ জনের মৃত্যুর জন্য র‍্যাব, ২১২ জনের মৃত্যুর জন্য পুলিশ এবং ২১ জনের মৃত্যুর জন্য অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকে দায়ী করা হয়।

হেফাজতে থাকা কালে প্রহার বা অত্যধিক বল প্রয়োগের কারণে আরও কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলার দোকানদার দেলোয়ার হোসেনকে র‍্যাব গ্রেফতার করার ৩ দিন পর ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সে কোমা অবস্থায় ছিল। হাসপাতালের কর্মকর্তারা জন্মান, তার দেহে গুরুতর নির্যাতন ও মলমল প্রহারের চিহ্ন ছিল। হোসেন পরে মারা যায়। মানবাধিকার তদন্তকারীরা জানায়, সে বছরের শেষ নাগাদ তার মৃত্যু সম্পর্কে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। সরকারি প্রতিবেদন

জমা দেয়া হয়নি তার মৃত্যুর পর রাব তার বন্ধিকে একটি মামলা দায়ের করে। মামলায় তার বিশ্বদ্র ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কর একটি সেতু অতিক্রমকারী যানবাহন থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ আনা হয়। র্যাবের একটি দল আওয়ামীলীগের যুব সংগঠনের সদস্য আবুল কালাম আজাদ সুনকে খিলগাঁও থেকে গ্রেফতার করে। এর একদিন পর ৩১ মে তার মৃতদেহ লোকজন বন্দিতে দেখতে পায় প্রত্যক্ষদর্শীরা। স্বাধীন মানবাধিকার তদন্তকারীদের জন্য, রাব সুনকে তার কর্মস্থল থেকে গ্রেফতার করে। রাবের সদস্যরা জানায়, সুন বন্দিতে একটি অপরাধী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং সে র্যাব ও সেই অপরাধী দলের মধ্যে ত্রসফায়ারে মারা গেছে। র্যাব সূনের বিরুদ্ধে দু'টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। ২০০৪ সালের আগস্টে ঢাকায় একটি সম্মেলনে হামলায় অশ্রুয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা আইভি রহমানসহ কমপক্ষে ২০ জন নিহত এবং ক্লেশ আহত হয়। সেই সমাবেশে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। কর্তৃপক্ষ এই হামলার সঙ্গে জড়িত ধকার দিয়ে ২০ জনকে গ্রেফতার করে। ২০০৪ সালে মে মাসে সিলেটের একটি মাজার বোমা বিস্ফোরণে কয়েকজন নিহত এবং ব্রিটিশ রত্নদূত অনোয়ার চৌধুরীসহ কয়েক ডজন লোক আহত হয় সরকার ঘটনার ব্যাপারে গুরুত্বসহ তদন্ত চালায়নি এবং কোন অভিযোগও দায়ের করা হয়নি আইন নিজের হাতে নিয়ে মনুষ্য হত্যা একটি সম্মারণ ঝাপার। সংবাদপত্রগুলো আলোচ্য বছরের প্লাম ৮ মাস ২০৬টি ঘটনার খবর দিয়েছে। ২৬ মার্চ জনতা নরসিংদী জেলায় পাঁচজন কথিত ডাকাতকে পিটিয়ে হত্যা করে। ২১ এপ্রিল ঢকার মাতুয়াইলে জনতা দুজন কথিত চাঁদাবাজকে পুড়িয়ে মারে। ১৯ জুন জনতা দুজন কথিত চাঁদাবাজকে এবং বগেরহাটে একজনকে হত্যা করে। ভারতের সঙ্গে সীমান্তে সহিংসতা একটি সমস্যা হয়ে রয়েছে। স্থানীয় মানবাধিকার স্পর্কিত বেসরকারি সংস্থাগুলো (এনজিও নিরাপত্তা বহিনীর সদস্যদের হাতে ১০৪ জন নিহত এবং ৬৬ জন আহত হওয়ার খবর দিয়েছে।

#### খ. নিখোঁজের ঘটনা

আলোচ্য বছরে নিখোঁজ ও অপহরণ একটি সমসহয় রয়েছে। সংবাদপত্রের খবরে জানা যায় যে, জুনয়ারি থেকে আগস্টের মধ্যে ৩৩৫ জন অপহৃত হয়। এদের মধ্যে ৯৩ জন অপহৃত হয় রাজনৈতিক কারণে। অর্ধের জন্য অপহরণ একটি সমসহয় রয়েছে। ২৬ মার্চ রাজামাটির একটি ক্ষ থেকে ১৪ জনকে অপহরণ করা হয়। আটককারীরা গ্রামবাসীদের মুক্তিপণ হিসেবে ১৫,৫০ ডলার (১০ লাখ টাকা) দাবি করে। স্থানীয় সাংবাদিকরা জানান, কয়েকদিন পর গ্রামবাসীদের মুক্তি দ্রায়া হয় গ্রামবাসীরা কোন মুক্তিপণ দেয়ার কথা স্বীকার করে, যাতে তারা আর অপহরণের শিকার না হয়। ১২ অক্টোবর রাবের একটি দল ব্রিএনপি নেতা ও ক্লাসায়ী জমালউদ্দিন আহমদ চৌধুরীকে অপহরণে সংশ্লিষ্টতার জন্য শহীদ চেয়ারম্যানকে গ্রেফতার করে।

#### গ. নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অবমাননাকর আচরণ

আইনে নির্যাতন ও ষ্টির, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ নিষিদ্ধ থাকলেও রাব ও পুলিশ গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদের সময় স্মিমিত দৈহিক ও মাসমিক নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ করে থাকে। নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে হুমকি, প্হার ও বৈদ্যুতিক শকা ১৫ জুলাই রাবের তিনজন সদস্য আবু বাকার সুলতানকে লাঞ্চিত করে। ঘটনার সময় রাব সদস্যরা ডিউটিতে ছিল না। ঢকার কাছে উত্তরায় রাব সদস্যরা একজন ষ্টিরভারকে পেটাচ্ছিল। সুলতান নিষেধ করেছিল। রাব সদস্যরা সুলতানকে চোখ বেঁধে এবং ষ্টিরকড়া পরিয়ে উত্তরায় তাদের দস্তুর নিয়ে যায়। সেখানে তরা তাকে একটি গছের সঙ্গে ঝুঁধে ষ্টিরুপরি লাথি ও ঘুসি মারে এবং লোহার রড হাতুড়ি দিয়ে পেটাতে থাকে। সুলতানের সঙ্গে পরিচিত রাবের এক কর্মকর্তা ষ্টিরক্ষেপ করলে রাব তাকে মুক্তি দিয়ে একটি হুপাতলে ষ্টির্ত করে। তার হাত-পা'র কয়েক জয়গায় ভাঙা ওফোলা ছিল। ২৪ জুলাই সংবাদপত্রগুলো জানায়, রাব কর্তৃপক্ষ তিনজন অফিসারকে প্রত্যাহার করে তাদের সুল দস্তুর পুলিশ ষ্টিরাগে ফেরত পাঠিয়েছে। পুলিশ এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও দন্ডজনকে দায়িত থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

২৮ জুলাই দপ্পা পুলিশের এক অফিসার টকায় একটি বাসস্টেশনে অপেক্ষমাণ এক মহিলাকে দেখতে পেয়ে তাকে তার বাড়ির কাজে নিয়োগের কথা বলল। তাকে তার বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে একটি হোটেলে নিয়ে যায় এবং হোটেলের এক পুরুষ কর্মচারীর সহায়তায় ধর্ষণ করে। মানবাধিকার স্বেচ্ছাশ্রমী এবং সংবাদপত্রের সূত্রে জানা যায় গণমাধ্যমে কথিত নৈতিক অপরাধে মহিলাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই ফতোয়ার মাধ্যমে বিচারবিহীন বেতরাঘাতসহ বিজ্ঞ ধরনের শাস্তি দ্রুত হয়। একটি মানবাধিকার সংগঠন দৈহিক শাস্তি ও সামাজিকভাবে একমুঠে রাখার ওঠে ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে। প্রেমের প্রত্যাখ্যান, ক্রন্দন স্বামী অশ্রু প্রতিশোধপরায়ণ বক্তির কখনও কখনও প্রতিশোধ হিসেবে মহিলাদের মুখে এসিড ছুড়ে মারে।

#### কারাগার ও আটক কেন্দ্রের অবস্থা

কারাগারের অবস্থা করণ এবং কারাহেফাজতে মৃত্যুর এটি একটি করণ। সংবাদপত্রের খবরে জানা যায় কারাগারে মারা গেছে ৭৬ জন, পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে মারা গেছে ২১০ জন। সবক'টি কারাগারেই ধারণক্ষমতার বেশি বন্দি রয়েছে এবং গ্রুলোতে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে।

#### ঘ. বলপূর্বক গ্রেফতার বা আটক

আইনে বলপূর্বক গ্রেফতার ও আটকনিষিদ্ধ। কর্তৃপক্ষ প্রায়ই এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করছে। সরকার স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে গ্রেফতার ও আটককরে এবং কোন স্কার সুনির্দিষ্ট বা অনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছড়াই নাগরিকদের আটক করত ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের স্তো জাতীয় নিরাপত্তা আইন ববহার করে থাকে।

#### পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর ভূমিকা

পুলিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয়ভাবে সংগঠিত একটি বাহিনীএর দায়িত্ব হলো অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও স্কারণ আইন-শৃংখলা বজায় রাখা। পুলিশ সাধারণভাবে অকার্যকর এবং ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে অনিচ্ছুক থাকে। সরকার প্রায়ই পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও সামরিক বাহিনীসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী থেকে নেয়া সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়েছে উন্নততর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ ইউনিট রাব; কিন্তু মানবাধিকার সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে ক্রান সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। র্যাব নিজেই গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি রয়েছে। পুলিশ বাহিনীর সম্পদ, প্রশিক্ষণ ও শৃংখলারও অভাব রয়েছে। পুলিশি নির্যাতনের শিকার বক্তির পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করত অনিচ্ছুক থাকে, কেননা পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগের তদন্ত করার জন্য ক্রান স্বাধীন সংস্থা নেই। যৌথ অভিযান দায়িত্ব আইনের বৈধতা প্রশ্নে কোন সুসাহা আলোচ্য বছরে হয়নি। এই দায়িত্ব আইন ২০০৩সালে অপারেশন ক্রিনহার্টের সময় সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার চাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে।

#### গ্রেফতার ও আটক

আইনে সব মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা ববহারের কথা বলা হয়নি ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৪ ধারা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের (ডিএমপি) ৮৬ ধারা কোন মাজিস্ট্রেটের অদেশ বা গ্রেফতারি পরোয়ানা ছড়াই অপরাধমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট থাকার সন্দেহে যেকোন লোককে গ্রেফতারের সুযোগ রয়েছে। সরকার অনুষ্ঠানিক বা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছড়াই নিয়মিতভাবে লোকজনকে গ্রেফতার করে থাকে। আলোচ্য বছরে সরকার এই অধ্যাদেশগুলোর অপববহার করেছে এবং প্রায়ই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গণগ্রেফতার অবাহত ছিল। স্থানীয় মানবাধিকার এনজিও 'অধিকার' জানিয়েছে পুলিশ আলোচ্য বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে ৪৪ ধরায় ৩,৯১২ জনকে এবং ডিএমপি অধ্যাদেশের ৮৬ও ১০০

ধারায় ঢাকামেট্রোপলিটন এলাকায় আরও ৫,৩৭৪ জমকে গ্রেফতার করে। সরকারবিরোধী মত প্রকাশের শাস্তি হিসেবে লোকজনকে আটক করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ ৫৪ ও ৮৬ দ্বারা ব্যবহার করেছে। ২০০৫ সালের অক্টোবরে বিরোধীদের পরিকল্পিত সমাবেশের আগে পুলিশ ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে বিরোধীদের বিপুলসংখ্যক সদস্যকে আটক করে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর আর্জি পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট পুলিশকে ২০০৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত কোন লোককে ৮৬ ধারায় গ্রেফতারে বিরত থকায় নির্দেশ দেয়। পুলিশ অর্থাৎ ৫৪ দ্বারা গ্রেফতার অব্যাহত রাখে। আইনে দ্রুত বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা থাকলেও তৎকালেও তা কদাচিৎ কার্যকর করা হয়। বিশেষ ক্ষমতা আইন সরকার বাকোন জেলা জজ কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতি ক্ষতিকর কোন কাজ থেকে বিরত রাখতে ৩০ দিন পর্যন্ত আটক

করার নির্দেশ দিতে পারে; কিন্তু বন্দিদের অল্পও দীর্ঘ সময়ের জন্য আটক রাখা হয় স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে গ্রেফতার একটি সাধারণ ঘটনা সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য ও তাদের পরিবারগুলোকে হয়রানি ও ভয়দখানোর উদ্দেশ্যে ৫৪ ও ৮৬ ধারায় প্রয়োগ করে থাকে। কোন বিক্ষোভ সমাবেশের আগে ও অনুষ্ঠানের সময় পুলিশ কোন আইনগত কর্তৃত্ব ছাড়াই বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের বিক্ষোভ-সমাবেশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখে। ৪ জুন পুলিশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ওসাবেক রষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্ত্রী বিদিশা এরশাদকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থ পাচার, চুরি ও স্বামীকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করে। আটকের ২৩ দিন পর তিনুজ্জি গলে তার বিরুদ্ধে ব্যাংক একাউন্ট টাকা না রেখে চেক দেয়ার অভিযোগে নতুন ওয়রেন্ট জারি করা হয়সাবেক রষ্ট্রপতি এরশাদের একজন কর্মচারী অভিযোগ করে বিদিশা তাকে ২ কোটি টাকার (তিন লক্ষ ডলার) চেক দিয়েছে, যা ব্যাংক থেকে ফেরত এসেছে। বিদিশা তার বিরুদ্ধে আনীত চুক্তি অভিযোগ থেকে জামিন লাভ করেন। বছরের শেষ নাগাদ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো অসম্পন্ন হয়ে গেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আটক বন্দির সংখ্যা হিসাব করা কঠিন। একটি স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন জ্ঞায় যে, রাজনৈতিক হানাহানিতে ৩১০ জন মারা গেছে এবং আহত হয়েছে ৮,৯৯৯ জন। আলোচ্য বছরে পুলিশ রাজনৈতিক কারণে ১২১৬ জনকে গ্রেফতার করে। এদের অধিকাংশকেই আটক রাখা হয় সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য।

### সুষ্ঠু প্রকাশ্য বিচারের অস্বীকৃতি

আইনে স্বাধীন বিচার ক্ষমতার কথা থাকলেও সংস্কানের একটি অস্থায়ী বিধন অনুযায়ী নিম্ন আদালত নির্বাহী শাখার অধীন রাখা হয় বিচারকদের নিযুক্তি ও বেতন নির্বাহী শাখার পুর নির্ভরশীল বলে আদালত বহুলাংশে নির্বাহী শাখার অধীন। উচ্চ আদালত কিছুটা স্বাধীনতা প্রদর্শন করে এবং প্রায়ই ফৌজদারি, দেওয়ানি ও রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত মামলাগুলোতে সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেয়। তবে দুর্নীতি, ক্রিমিনাল জিয়ারত অদক্ষতা, বিচারকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং বিপুলসংখ্যক পুঞ্জীভূত মামলা এক্ষেত্রে একটি গুরুতর সমস্যা। বিচার বিভাগকে নির্বাহী শাখা থেকে পৃথক করার জন্মসুপ্রিম কোর্টের আদেশ পালনে সরকার বিলম্বিত করে চলেছে। সুপ্রিম কোর্ট এপ্রিলে সরকারকে তার আদেশ পালনের চূড়ান্ত সময় ২০ অক্টোবর নির্ধারণ করে সময়সীমা ২০তম বর্ষের মতো বৃদ্ধি করে। ২০ অক্টোবর সরকারের ২১তম বর্ষের মতো সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন আদালত। বছরের শেষ নাগাদ বিচার বিভাগ নির্বাহী শাখা থেকে পৃথক হয়নি।

সেপ্টেম্বরে হাইকোর্ট সংবিধানের একটি সংশোধনীকে অসাংবিধানিক বলে রায় দেয়। ওই সংশোধনীতে ১৯৮০-এর দশকে জারি সমরিক আইনকে বৈধতা দেয়া হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত স্বামী সাবেক রষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলের ওপর এই রায়ের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে তা স্থগিত করার জন্মদ্রুত ব্যবস্থা নেয়।

### বিচার প্রক্রিয়া

আদালত ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং বিপুলসংখ্যক মামলা পুঞ্জীভূত রয়েছে। বিচারকার্য দীর্ঘ সময় ধরে চলে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি আটক থেকে কারাগারে। এসব অবস্থা অনেক লোককে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত

করে। ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের একটি জরিপে দেখে যায়, এসটিপএ'র অধীনে দায়েরকৃত মমলার ৬৭ শতাংশ ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী ও আদালতের কর্মকর্তারা বিবাদীদের কাছ থেকে ঘুষ চেয়েছে।

#### রাজনৈতিক বন্দি

সরকার জনায় তাদের হতে কোন রাজনৈতিক বন্দি নেই। বিরোধীদল ও মানবাধিকার পক্ষসমূহেরা অবশ্য দাবি করে সরকার অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে আটক করে ভিত্তিহীন ফৌজদারি অভিযোগে শাস্তি দিয়েছে। এনজিওর বন্দিদের সুস্থ সাক্ষাৎ করার কোন সুযোগ নেই।

#### সম্পত্তি প্রত্যর্পণ

আলোচ্য বছরে সরকার হিন্দুদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ২০০১ সালের অর্পিত সম্পত্তি (প্রত্যর্পণ) আইন বস্তবায়নের জন্য ক্রান কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর সরকার অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে এদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে। সরকার তার নিয়ন্ত্রণে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করেনি। ফলে মূল জমির মালিকরা তাদের সম্পত্তি দাবি করতে পারছে না।

#### চ. গোপনীয়তা, পরিবার, বাড়ি বা চিঠিপত্রের ওপর দ্বেচ্ছামূলক হস্তক্ষেপ

আইনে গোয়েন্দা ও আইন রক্ষাকারী সংস্থাগুলোকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে টেলিফোনে আড়িাতার সুযোগ দেয়া হয়েছে। অধ্যাদেশটি সরকারকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ফোন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তী আদানপ্রদান করতে বাধাদেয়ার কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। জাতীয় জরুরি অবস্থায় সরকারযোগাযোগ সার্ভিস প্রদানকারীকে ক্ষতিপূরণ ন দিয়ে তার ইন্সেন্স বাতিল করতে পারে। অধ্যাদেশটি সংসদ অধিবেশনের বিরতিকালে কার্যকর হলেও সংসদের অধিবেশন বসলে তাকে আইনে পরিণত করতে হবে। এসপিএ'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন মমলাগুলোতেও পুলিশ কদচিৎ ওয়ারেন্ট সংগ্রহ করে থাকে। এই প্রক্রিয়া ভঙ্গকারী অফিসারদের শাস্তি দ্রুত হয় না আর এসএফ দাবি করে যে, পুলিশ সাংবাদিকদের ইমেইলের ওপর নজর রাখে। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজ্যান্স, ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ ফোর্সেস ইন্টেলিজ্যান্স সরকারের রাজনৈতিক বিরোধী বলে অনুমিত ব্যক্তিদের নজর রাখার জন্মচর নিয়োগ করে।

#### বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

দেশের প্রচলিত আইনে বক্তৃতা স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিধান রয়েছে। তবে বস্তবিক ক্ষেত্রে সরকার এসব অধিকারকে সীমিত করেছে। একজন নগরিক প্রকাশ্যে সরকারের সমালোচনা করলে তর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের আশঙ্কা রয়েছে। রাজনৈতিক সমাবেশ করতে বাধা দ্বি অক্ষা তা পণ্ড করে দিয়ে সরকার তার কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সমালোচনা ব করার চেষ্টা করেছে। শত শত দৈনিক ও সপ্তাহিক পত্রিকা বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশের বাহন হিসেবে কাজ করেছে। অধিকাংশ সংবাদপত্র প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের নীতি ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে। সব বেসরকারি টেলিভিশন কেন্দ্রকে বিনা ভাড়া রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণসহ কিছু সরকারি কার্যক্রম প্রচার করার শর্ত রয়েছে।

আলোচ্য বছরে সরকার, রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মী এবং অনদের দ্বারা সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী অফিসগুলোতে প্রায়ই হামলা করা হয়েছে এবং তাদের ভয়ঙ্করিত প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে। রাজনৈতিক সহিংসতার সময় সাংবাদিকদের ওপর হালা একটি সাধারণ মপার আর এসব রাজনৈতিক সহিংসতার সময় গৃহীত পুলিশি পদক্ষেপে বেশ কিছু সংখ্যক সাংবাদিক আহত হয়েছে। একটি স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য বছর ২ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছে। ১৪২ জন আহত হয়েছে, ১১ জন গ্রেফতার হয়েছে, ৪ জনকে অপহরণ করা হয়েছে, ৫৩ জনকে মারধর করা হয়েছে এবং ২৪৯ জনকে হুমকি প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু আলোচ্য বছর অজ্ঞাত হামলাকারীরা জাতীয় সংসদ সংস্থা 'বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা' এবং খুন্ডাঙ্গার দৈনিক মাথাভাঙ্গা'র দপ্তরে হামলা চালায়। অনেক সম্পাদক এবং সাংবাদিক সরকারের বিরুদ্ধে নিব লেখার জন্য র্তনামি ফোন কল পেয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২০০৪ সালে 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ)' বাংলাদেশে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

এবং তাদের প্রতি আচরণের সমালোচনা করে। আরএসএফ'র তথ্য অনুযায়ী ঢাকার উত্তরে গাজীপুরের একটি সরকারিভবনে জেএমবি জঙ্গিরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, যার ফলে তিনজন স্বাভাবিক অহত হয়। ২১ নভেম্বর আওয়ামী লীগের একটি রিফোভ মিছিলের চিত্তগ্রহণের সময় পুলিশ চানেল আইটেলিভিশনের প্রতিবেদক মাহবুব মতিনকে মারধর করে। পুলিশ মাহবুব মতিনের ক্যামেরাম্যানকেও আহত করে। খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মনিক সহাকে ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে হত্যা করা হয়।

২০০৪ সালের জুনে দৈনিক জন্মভূমির সম্পাদককে হত্যা করা হয় এবং ২০০৪ সালে দৈনিক দুর্জয় বাংলা'র সম্পাদক দীপ্তর চক্রবর্তীকে হত্যা করা হয় এসব হত্যাকাণ্ডের এখনও কোন সুসাহা হয়নি। সরকার প্ররক্ষভাবে সাংবাদিকদের ওপর দ্বারোপিত সেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য করে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০০৪ সালের জুলাইয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তথ্য শাখার এক কর্মকর্তা একটি বেসরকারি টেলিভিশনের রিপোর্টারকে ক্ষমতাসীন দলের অনুষ্ঠানে প্রবেশের অধিকার কেড়ে নেয়ার হুমকি প্রদান করে, যদি সেই রিপোর্টার একজন বিরোধীদলীয় পর্থাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত না থাকে। এই হুমকি আমলে নানোয়ায় সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের উর্ধতন কর্মকর্তারা তাকে নির্বাচনী প্রচারণার কাজ থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

#### শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ করা ও সংগঠন করার স্বাধীনতা

মানবাধিকার এনজিও আই ও স্কিংশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য বছরের জানুয়ারি থেকে মধ্য আগস্ট পর্যন্ত সরকার ৭৩ বর এ ক্ষিধাজ্ঞা জরি করেছিল। সরকার কখনও নিরাপত্তার কারণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পুলিশ আওয়ামীলীগের যুব সংগঠন আওয়ামী যুবলীগের একটি মিছিল ক্ষুভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ এবং কাঁদনে গাস নিক্ষেপ করে। যুবলীগের কর্মীরা জঙ্গিবাদ, খদ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ করছিল। পুলিশ যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ৩০ ক্ষ কর্মীকে আহত করে এবং পুলিশের দুজন অফিসারও এ ঘটনায় আহত হয়। ২ মার্চ পুলিশ এক বিএনপি কর্মীরা আওয়ামীলীগ কর্মীভর্তি বাসগুলোতে হামলা চালায়। আওয়ামী লীগের এসব কর্মীঢাকার প্ৰটন ক্ষদানে আওয়ামীলীগের একটি সমবেশে যোগদানের জন যাচ্ছিল।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী এই হামলায় পুলিশ আওয়ামীলীগের ৫০ জন কর্মীকে আহত করে। ১ জুন বিএনপি কর্মী হামলা করে বিকল্পধারা বাংলাদেশ (বিডিবি-এর একটি সভা বানচল করে দেয়। বিকল্পধারা বাংলাদেশের প্রধান হুচ্ছন সবেক রষ্ট্রপতি ডা. করুদোজা চৌধুরী। ২২ নভেম্বর বিএনপি কর্মী এবং পুলিশ আওয়ামীলীগের মহাসমাবেশে যোগদানের ক্ষক্ষ্য সমাবেশস্থলে যাওয়ার সময় আওয়ামী সমর্থকদের ক্ষিদ্ধে প্রতিবকতা সৃষ্টি করে। ঢাকার বাইর থেকে এক ঘণ্টার ক্ষধ্য ঢাকায় আসা যায়এমন তিনটি স্থান থেকে আসা আওয়ামী সমর্থকদের ঢাকয়আগমনের সময়প্রতিবকতা সৃষ্টি করা হয়। যেসব স্থানে প্রতিবকতা সৃষ্টি করা হয়সেগুলো হুচ্ছ ধামরই, কেরানীগঞ্জ এবং মনিকগঞ্জ। ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে টাঙ্গাইলের মধুপুরের জঙ্গলে বনর জন্মিত ইকাপার্ক করার প্রতিবাদে একটি মিছিলে অংশগ্রহণের সময় পুলিশ ও ফরস্ট গার্ডদের গুলিতে গরো সম্প্রদায়ের সদস পিরেন সল নিহত হন। পিরেনের পরিবারের সদসদের অবেরনের প্রক্ষিতে এঘটনার ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বিচার বিভাগীয় জন্ত করে; ক্ষি তথ্যের অপর্য়াগুতার কারণে আদালত নভেম্বর মাসে মামলাটি খরিজ করে দেয়। ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের তন্ত রিপোর্টের বৈধতা চালেঞ্জ করে পিরেনের পরিবারের পক্ষথেকে আরেকটি পিটিশন দয়র করা হয়; ক্ষিবছর শেষ হলও বিষয়টি ন্পিতির অপেক্ষায় রয়েছে।

#### ধর্মীয় স্বাধীনতা

আলোচ্য বছরেও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঝষম্য অব্যাহত থাকে। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে সরকারি অদেশকে হাইকোর্ট স্থগিত ঘোষণা করে এবং এইস্থগিতাদেশ এখনও বলবৎ রয়েছে। সরকার ঐ স্থগিতাদেশের ক্ষিদ্ধে এপিলেট আদালত কোন আপিল দয়র করেনি। ফলে এই প্রথম বরের ক্ষতা সরকার কার্যত ক্ষিছু সময়ের জন আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রকাশনা অব্যাহত রাখে।

সময়ে সময়ে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদের ‘মসজিদ’ লেখা চিহ্নসমূহ উচ্ছেদ করতে দেয় এবং কব্জও তাদের সহযোগিতা করে। ১৭ এপ্রিল অষ্টর্জাতিক খতমে নুরুয়ত আন্দোলনের প্রায় ১৫০০০ কর্মীসাতক্ষীরায় একটি আহমদিয়া মসজিদের দিকে শোভাযাত্রা করে যায় এবং আহমদিয়াদের একটি মসজিদ থেকে ‘মসজিদ’ লেখা সাইনবোর্ডটি অপসারণ করার চেষ্টা করে। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারীরা তাদের ধর্মামানের চেষ্টা করে কিন্তু শোভাযাত্রাকারীরা তাদের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ স্তম্ভেপ করার চেষ্টা করে তবে আহমদিয়াবিরোধীদের বিরত না করে পুলিশ মসজিদের ‘মসজিদ’ লেখা সাইনবোর্ডটি অপসারণ খতমে নুরুয়তের সমর্থকদের সহায়তা করে। আগের বছরের মতই সরকার আলোচ্য বছরেও অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করতে বর্থ হয়। আলোচ্য বছরে আহমদিয়া, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে নির্যাতন চলছে। ২২ জুন অষ্ট্রাতপরিচয় বক্তির নাটোরে একটি আহমদিয়া মসজিদে অগ্নি লাগিয়ে দেয় এবং দুর্দিন পর অষ্ট্রাতপরিচয় বক্তির ব্রহ্মণবাড়িয়ায় একটি আহমদিয়া মসজিদে কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় এবং ব্রহ্মণবাড়িয়ার ভাদুগড়ে একটি আহমদিয়া মসজিদে চারটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। বছর শেষে এসব বোমা হামলার সঙ্গ সংশ্লিষ্টতার কারণে আট বক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ২৮ জুলাই আততায়ীরা ফরিদপুরে অবস্থিত খ্রিস্টান লাইফ বাংলাদেশ এনজিও-এর ২ কর্মচারীকে যীশু সম্পর্কিত একটি চক্চিত্র প্রদর্শনের অভিযোগে হত্যা করে।

পুলিশ এই হত্যার দয়ে কয়েকজন সন্দেহভাজন বক্তিকে গ্রেফতার করে, ত্রব বছর শেষে পুলিশ সবইকে মুক্তি প্রদান করে এবং তাদের বিরুদ্ধে ক্লান অভিযোগ দাখিল করা হয়নি। আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার জন খতমে নুরুয়তের দাবি সরকার ত্যাখ্যান করার পর ২২ ডিসেম্বর তারিখে খতমে নুরুয়ত এবং একট্টিছাট সংগঠনের কর্মীরা টকায় আহমদিয়া কমপ্লেক্সে গিয়ে আহমদিয়া মসজিদ কোন মসজিদ নয় এমন একটি সাইনবোর্ড সেখানে স্থাপনের চেষ্টা করে। পুলিশ তাদের বাধা দেয় এবং থমিয়ে দেয়। পরে তাদের সঙ্গ সংঘর্ষে ৫০ জন আহমদিয়াবিরোধী বিক্ষোভকারী এবং ৭জন পুলিশ আহত হয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে স্থানীয় এক বইনপি নেতার নেতৃত্বে সশস্ত্র হামলাকারীরা হিন্দুদের ২০টি বাড়িতে অগ্নি লাগিয়ে দেয়। এতে ৩০জন আহত হয়। আহতরা জানন, জমিজমা নিয়ে বিরোধের জের হিসেবে এ হামলা চালানো হয়।

২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অষ্ট্রাত বন্দুধারীরা জামালপুর জেলায় নিজ বসভবনের সামনে ধর্মস্তরিত খ্রিস্টান ডা. জোসেফ গোমেজকে হত্যা করে। পুলিশ এই হত্যার সঙ্গ জড়িত ধকার অভিযোগে স্থানীয় মাদ্রাসা শিক্ষক মুলানা আবদুল সোবহান মুসীকে গ্রেফতার করে দুই সপ্তাহ আটক রাখ; কিন্তু পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। বছর শেষ হয় গেলেও এ হত্যার জন অন্য কারও বিরুদ্ধে ক্লান অভিযোগ আনা হয়নি।

রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ : সরকার পরিবর্তনের নাগরিক অধিকার দেশের সংবিধান দ্বারিকদের শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তনের অধিকার দিয়েছে এবং সঙ্গনীনে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সময়স্তরে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাগরিকরা এই অধিকার প্রয়োগ করে থাকে। যদিও এসব নির্বাচনে সহিংসতার স্তম্ভ ঘটনা স্টে থাকে। সংসদ সদস্যবৃন্দ কমপক্ষে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সংসদে ৩৪৫ জন সদস্য রয়েছেন। এদের মধ্যে ৩০০ সরসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বাকি ৪৫ জন মহিলা সদস্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হয়। সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জ্য রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রার্থী নিয়োগ করে থাকেন। অনেকেই অভিযোগ করে থাকে যে, কিছু সংখ্যক প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাঁদা দিয়ে বা বক্তিগত ‘উপহার’ প্রদান করে পার্টি নেতাদের কাছ থেকে মনোনয়ন ‘ক্রয়’ করে থাকে।

## দুর্নীতি এবং স্বচ্ছতা

সরকারের মধ্য দুর্নীতি এখনও একটি সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআইবি) এই আভাঙ্গায় যে, সরকারের সকলস্তরে বিরাজমান দুর্নীতি সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও তৎবিকশের পথে একটি বিরাট্যাালেঞ্জ হয়ে আছে। টিআইবির একটি নুনা জরিপে দেখা গেছে যে, দুর্নীতির অধিকাংশ ঘটনাপুলিশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পক্ষান্তরে অর্থ সংক্রান্ত দুর্নীতির ক্ষেত্রে টাকার অঙ্কে শীর্ষে রয়েছে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। ২০০৪ সালের একটি অনুসূপ জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৯০ জন লোক জমির মলিকানা পরিবর্তন রেজিস্ট্রেশনের সময়কর্মকর্তাদের ক্ষয় দিয়ে থাকে। দ্রুত বিচার আইনের

(এসটিএ) আওতায় দায়ের করা শতকরা ৬৭ভাগ মমলায় মাজিস্ট্রেট, অদালতের কর্মকর্তা ও আইনজীবীরা ক্ষয় গ্রহণ করে: চট্টগ্রাম বদরে বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কস্টমস কর্মকর্তারা আমদানি ও রপ্তানিকারকদের কাছথেকে বছরে ১৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার (৭৮৩ কোটি টাকা) ক্ষয় আদায় করে থাকে। ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেটস এন্ট দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা থেকে রক্ষা করে এবং সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাহত করে।

নভেম্বর মাসে সরকার তিন সদস্যের দুর্নীতি দমন কমিশনের গঠনের ঘোষণা দেয়। এই কমিশন স্বাচাঠনিক সমস্যাগুলো নিয়েই বস্তু থাকে এবং দুর্নীতি মোকাবেলায় কোন রকম মুক্তি কা রাখত বর্ধ হয়। জনগণের সরকারি তথ্য সংগ্রহের সুবিধার জন্য ক্লান আইন নেই। অথচ অফিসিয়াল সিক্রেট এন্ট তথ্যকথিত জাতীয় নিরাপত্তার নমে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের জনগণের তথ্য যাচাইয়ের হত থেকে রক্ষা করে।

## সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি

মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রয়ই সরকারের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করলেও সংগঠনগুলো নিজেরাই রাজনৈতিকভাবে নজুক মামলা ও বিষয়মুহে স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ মেনে চলে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মাস্কা দেয়রের মতো ঘটনা অথবা স্বজাতিক মানবাধিকার কর্মীদের জন্য ‘রিএন্ট্রি’ ভিসা প্রদানে দীর্ঘবিলম্ব। যেসব মিশনারি মানবাধিকারের স্বপক্ষে কাজ করে, তারাও অনুসূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কয়েকজন মানবাধিকার কর্মী জানিয়েছেন, তারা গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যমে হয়রানির শিকার হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে পিপিএসটির নির্বাহী পরিচালক আরোমা দত্ত সংখ্যালঘুদের অধিকরের পক্ষে কাজকরায় সরকার সংস্থাটিকে বিদেশী সাহায্য ছাড়ের ওপর আংশিক মিথাজ্ঞা আরোপ করেছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরাঞ্চলে গ্রামীণ বাংক ওপারকসহ (বংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি) কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় এনজিওর অফিসে হামলা চালানো হয়। কর্তৃপক্ষ গ্রামীণ বাংক ওপারকসহ কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও সংগঠন ধারাবাহিক হালা চালানোর জন আহলে হাদিসনেতা ড. আসুল্লাহ-আল-গালিবকে অভিযুক্ত করে। ১ মার্চ দিনাজপুরে কারিতাসের একটি অফিসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। কিছুসংখ্যক সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে কা হয়ুটি বোমা বিস্ফোরণের কারণেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ১৯ এপ্রিল ননভায়োলেন্স ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ শাখার প্রেসিডেন্ট রফিক আলী একটি স্ব মামলা থেকে খালাস পান। কর্তৃপক্ষ অবৈধ স্ব চারাচালানের সন্দেহে তাকে গ্রেফতার করেছিল। কারণ তিনি ফোরাম এশিয়ার সহযোগিতায় মুদ্রিত স্ব চারাচালান সম্পর্কিত শিক্ষামূলক সেমিনার অয়োজন করেছিলেন।

## নারী

আলোচ্য সময়ে গৃহাভ্যন্তরীণ সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিদমান ছিল। যদিও মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংস ঘটনার সংখ্যা নিরূপণ করা দুষ্কর ছিল। তবে সম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, শতকরা ৫০ ভাগ মহিলাই গৃহাভ্যন্তরীণ সহিংসতার শিকার হয়েছে। এসব মহিলার বেশিরভাগই সহিংসতার শিকার হয়েছে যৌতুক সংক্রান্ত বিরোধের কারণে। অধিকার জানিয়েছে, আলোচ্য বছরে ২২৭ জন মহিলা



যৌতুকের কারণে নিহত হয়েছে।

### শিশু

সাধারণভাবে সরকার শিশু অধিকার ও কলাগের বাপারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। সরকারি উদ্যোগের সমর্থনে অনেক স্থানীয় ও বিদেশী এনজিও সম্পূরক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এসব যৌথ উদ্যোগের ফলে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এইদেশ তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। তবে অর্ধেকেরও বেশি শিশু দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির শিকার। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর ভ্রম্য অনুযায়ী আলোচ্য বছর ২০৫টি শিশু অপহরণ করা হয় ৩১৪টি শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে এবং ৪৮৬এর অধিক শিশু ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন, এবং এসিড আক্রমণের মতো গুরুতর ঘটনার শিকার পরিণত হয়। সরকারি সংবাদ সংস্থা বাসসএর ২০০২ সালে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায় দেশে গৃহহীন শিশুর সংখ্যা ছিল চার লাখ ৫০ হাজার শিশু তাদের মমবাবা সম্পর্কে কিছু জানে না। যেসব শিশুর মা-বাবা কারাক্ষত তাদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাদি অত্যন্ত কম।

### মানুষ পাচার

মানুষ পাচার আইনত স্মিদ্ধ; কিন্তু বাংলাদেশে মানুষ পাচার একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে রয়েছে। অনৈতিক ও অবৈধ কাজে ব্যবহারের জন্য শিশু পাচারের দায়ে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে এবং সরকার পাচারকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে। আলোচ্য বছরে বিশেষ আদালত নরী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত ৬৫টি মামলার নিষ্পত্তি করে। এসব মামলায় ২৮ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড থেকে শুরু করে ১০ বছরের কারাদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হয়। পাশাপাশি পুলিশ, কোস্টগার্ড, বিডিআর, রাব এবং বেশ কয়েকটি এনজিও পাচারকালে বেশকিছু ব্যক্তিকে উদ্ধার ও তাদের সহযোগিতা করে। সরকারি সূত্রের হিসাব অনুযায়ী আলোচ্য বছরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো পাচারকারীদের কবল থেকে ১৩৯ জনকে উদ্ধার করেছে। ১৬৪ জন উর্টর জরিফে দেশে ফেরত আন হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৫৯ জনকে তাদের মা বাবার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

### ক. সমিতি করার অধিকার

শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর চরিত্র কঠোরভাবে রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংগঠনগুলোতেই এগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী। যেমন সরকার পরিচালিত উদ্ভিদ বদরে। ইউনিয়নগুলোর রাজনৈতিক চরিত্রে র কারণে সিভিল সার্ভিস এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের গুলোতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের শিক্ষকদেরকেও ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অুমতি দেয়া হয়নি।

### ঙ. কাজের গ্রহণযোগ্য পরিবেশ

জাতীয় ভিত্তিতে কোন নুনতম মজুরি নেই। এর পরিবর্তে মাঝে-মধ্যে গঠিত মজুরি কমিশন শল্পিভেদে দক্ষতা বিচার করে মজুরি ও ভাতা নির্ধারণ করে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রসরকারি খাতের নিয়োগকর্তারা এইবেতন কাঠামো মনে নি। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, এক পোশাক কারখানা আইনসিদ্ধ সর্বনিম্ন মজুরি দেয়নি। ছোট ছোট অনেক পোশাক কারখানায় শ্রমিকরা দেহিতে তাদের মজুরি পেয়েছেন এবং তিন মাসের শিক্ষাবিশ কালপেরিয়ে যাত্রার অনেক প্লও অনেক শ্রমিক শিক্ষাবিশ কালের বেতন পেয়েছেন। ২০০১ সালে ‘আইসিএফটিইউ’ জানায়, শতকরা ২১ দশমিক ভাগ টেক্সটাইল শ্রমিক সবচেয়ে কমবেতন পেয়েছেন। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় কর্মরত শ্রমিকরা বাইরের শ্রমিকদের তুলনায় সাধারণত বেশি মজুরি পেয়েছেন। কারখানার একজন দক্ষ শিল্প শ্রমিকের ঘোষিত মাসিক নুনতম মজুরি হলো ইপিজেড এলাকায় ৫৮ ডলার (৩,৪০০ টাকা), ইপিজেড এলাকার বাইরে আনুমানিক ৪৫ ডলার (২,৬৫০ টাকা) এই মজুরি একজন শ্রমিকের পরিবার দ্বি সমানজনক জীবনমান রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়।